যায়যায়দিন ৯ জুলাই ২০১১ শনিবার

চাই মাদকমুক্ত বাংলাদেশ

ড. এম আজিজুর রহমান

সম্প্রতিকালে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মাদকদ্রব্যের বিপজ্জনক ছড়াছড়ি। মাদকদ্রব্য বলতে সাধারণত বোঝায় ইয়াবা, হেরোইন, মারিজুয়ানা, গাঁজা, ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন ধরনের সিডেটিভ, কেমিক্যালস এবং সরাসরি মাদক পান। অনেকেই শখের বসে মাদকদ্রব্যাদি সেবন করে ধীর ধীরে মাদকদ্রব্যের প্রতি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের আর ওই পথ থেকে ফেরানো সম্ভব হয় না।

ওষুধপত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে মাদকদ্রব্যাদি তৈরি হয়। মাদক সেবনে শরীরের Physiological এবং Biological শারীরিক অবকাঠামো আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়ে মানুষের পুরো দেহ ও মনকে বা শারীরিক ও মানসিকভাবে মানুষের স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে পরিবর্তন করে ফেলে। তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। মানুষ মানবিক গুণাবলি হারাতে বসে। অমানুষের মতো আচরণ করে। মানুষ জীবজন্তুর মতো আচরণ করলে মানুষ ও পশুর ভেতরে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে পরিবার ও সমাজ থেকে অনেক সময় এরা নিগৃহীত হয়। অনেক সময় সুচিকিৎসা করেও আর কোনো লাভ হয় না। নিরাশ জীবনে পরিণতি হয় মানব জীবন। তখন মানুষের অপরিণত বয়সে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। মাদকাসক্ত হওয়ার প্রবণতা বয়ঃসন্ধি Teenage-দের ভেতরেই বেশি। মাধ্যমিক স্কুল, হাইস্কুল ও কলেজের অনেক ছাত্র অপরিণত বয়সে না বুঝেই মাদকদ্রব্য সেবন করে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলার চেয়ে ইংরেজি মিডিয়ামের ছাত্রদের মাদকাসক্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি। কারণ অনেক ক্ষেত্রে অর্থই অনর্থের মূল। ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্ররা তুলনামূলকভাবে অধিক সচ্ছল পরিবার থেকে আসে। আর্থিক স্বচ্ছতার কারণে এবং সঙ্গদোষে ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুল, বাংলা মাধ্যমের হাইস্কুল ও কলেজে অনেক ছাত্র অতিসহজেই মাদকদ্রব্য সেবনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রদের মাদকদ্রব্য সেবনের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে একেবারে কম নয়। আবার ওপরে উল্লেখিত একই কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভেতরেও মাদকাসক্ত প্রবণতা একটু বেশি। মাদকাশক্ত শুধু ছাত্রদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়, উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্য, বস্তিবাসী বেকার, বখাটে, ছিনতাইকারী, সমাজচ্যুত, নিঃসঙ্গ, তালাকপ্রাপ্ত বা Separated পরিবারের সন্তানাদিও এর আওতাভুক্ত। অনেক সময় তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবনের সঙ্গী হিসেবে আবার অনেকে বেকারত্বের কারণে মাদকদ্রব্য সেবনসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড বেছে নেয়।

মাদকদ্রব্যাদির বেশির ভাগই সাধারণত বাংলাদেশে তৈরি হয় না, হলেও খুবই কম। আসে অবৈধভাবে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বার্মাসহ বিভিন্ন দেশ থেকে। মাদকদ্রব্য অনুপ্রবেশের প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে চোরাচালান। স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ বিভিন্নভাবে মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। বাংলাদেশে অধিকহারে বনজঙ্গল নেই বললেই চলে। তবুও সুন্দরবন, মধুপুর, পার্বত্য অঞ্চলসহ বিভিন্ন বন-জঙ্গলে ছোট আকারে হলেও মাদকদ্রব্য তৈরির কিছু আস্তানা পাওয়া গিয়েছে। অতি সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ বনাঞ্চলে এমনই একটি মাদকদ্রব্য তৈরির আস্তানার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যেখানে বিগত ৩০ বছর যাবৎ মাদকদ্রব্য তৈরি হয়ে আসছে।

আমরা চাই মাদকমুক্ত বাংলাদেশ। একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের গুরুদায়িত্ব মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ এবং এ ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করা। মাদকদ্রব্য সেবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সর্বপ্রথম ধাপের প্রতিষ্ঠানটি হলো পরিবার। একটি পরিবারে পিতামাতার প্রথম দায়িত্ব সন্তানদের এহেন কর্মকাণ্ডের পরিবেশ থেকে দূরে রাখা। আবার স্বামী স্ত্রীকে শাসন করবে, স্ত্রী স্বামীকে ইত্যাদি। কোনো ছেলেমেয়ে বা স্ত্রী-পুরুষ মাদকদ্রব্যে আসক্ত হলে তার পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, সমাজ সবাই মিলে সঠিক পথে তাদের ফিরে আনার চেষ্টা করবে। সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে না পারলে ঘৃণাভরে ওই ছেলে বা মেয়েকে পরিবার বা সমাজচ্যুত করতে হবে। ঘৃণিত ব্যক্তিবর্গের দুর্বিষহ পরিস্থিতি দেখে বাকিদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। এইসব কাজে জরুরিভাবে অংশগ্রহণ করবে গ্রাম্য মাতবর, ইউপি সদস্য, মসজিদের ইমাম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি । আমি মাদকদ্রব্য চাই, অথচ পাই না, সেবন করব কীভাবে, এই না পাওয়ার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে পারলে সমাজে মাদককেন্দ্রিক সমস্যার একটি ফলপ্রসূ সমাধান সম্ভব। এইখ[illegible] সমাজের কর্তাব্যক্তি এবং সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশি। যে করেই হোক [illegible]শের মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ বন্ধ কর[illegible] হবে। [illegible] জলপথে চোরাচালান বর্জ[illegible] Custom clearance পদ্ধতি [illegible]বুত করণ, যেমন - Airport-seaport custom, নৌপথ Custom, road check post customs সীমান্তরক্ষী (BDR) মজবুত করণ ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি ফলপ্রসূভাবে অবলম্বন করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঘুষখোর কর্মকর্তা, কর্মচারী, Custom officer, airport, seaport-road check post প্রশাসন ও Custom কর্মকর্তা, কর্মচারীদের শনাক্ত করে চাকরিচ্যুতসহ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত চোরাচালান ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি লাভজনক ব্যবসা। মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় আরো বেশি লাভজনক। চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। অসাধু ও লোভী ব্যবসায়ীদের শুধু ধর্মের কথা, মানবিকতার কথা, নৈতিক কথা ইত্যাদি শুনিয়ে মাদক ব্যবসা থেকে বিরত রাখা সম্ভব না। একমাত্র কঠিন শাস্তি ছাড়া লোভী ব্যবসায়ীদের এ পথ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সরকারের উচিত তাদের ধরে Capital punishment বা কঠিন শাস্তির আওতায় আনা।

> চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। প্রয়োজন মাদক চোরাচালানিদের কঠোর শাস্তি এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই। মাদকদ্রব্য অনুপ্রবেশ রোধকল্পে সরকারি কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে। সরকারিভাবে এরূপ পদক্ষেপের প্রয়োজনীয় শর্তই হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলার মজবুতকরণ, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূরীকরণ, মাদকদ্রব্য অনুপ্রবেশের বিভিন্নপথ বন্ধ করা সহ অভ্যন্তরীণভাবে মাদকদ্রব্যের সঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ী ও ঘুষখোর সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা। মাদকের ভয়াবহ বিস্তার রোধে এর কোনো বিকল্প নেই। আমরা চাই মাদকমুক্ত বাংলাদেশ।

থাইল্যান্ড, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তা, কর্মচারী, পুলিশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং Custom কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ফাঁসি দেয়ার ব্যবস্থা আছে। তাই এসব দেশসহ সিঙ্গাপুর আজ মাদকমুক্ত সমাজ। তদ্রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরাও চাই মাদকমুক্ত বাংলাদেশ।

আবারো উল্লেখ্য, চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। প্রয়ো[illegible]ন মাদক চোরাচালানিদের কঠোর শাস্তি এবং এটা নি[illegible]ত করতে হবে সরকারকেই। মাদকদ্রব্য অনুপ্রবেশ রোধকল্পে সরকারি কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে। সরকারিভাবে এরূপ পদক্ষেপের প্রয়োজনীয় শর্তই হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলার মজবুতকরণ, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূরীকরণ, মাদকদ্রব্য অনুপ্রবেশের বিভিন্নপথ বন্ধ করা সহ অভ্যন্তরীণভাবে মাদকদ্রব্যের [illegible] জড়িত অসাধু ব্যবসায়ী ও ঘুষখোর সরকারি ক[illegible] ও কর্মচারীদের কঠোর শাস্তির আওতায় [illegible] মাদকের ভয়াবহ বিস্তার রোধে এর কো[illegible] নেই। আমরা চাই মাদকমুক্ত [illegible]শ।

ড. এম আজিজুর রহমান: উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি